মোশারফ হোসেনের নতুন দায়িত্ব

আজকালের প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিত্ত উন্নয়ন নিগমের নতুন চেয়ারম্যান হলেন মোশারফ হোসেন। তিনি ইটাহারের বিধায়ক। তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যানও তিনি। ১১ সদস্যের এই নিগমে বাকিদের মধ্যে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের সচিব পিবি সেলিম, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব পি উল্লানাথন, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব গোলাম আনসারি, মেটিয়াবুরুজের বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা। ২০২৬-এর ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই কমিটি কাজ করবে বলে নির্দেশিকায় জানিয়েছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর। দায়িত্ব পাওয়ার পর মোশারফ হোসেন জানিয়েছেন, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তিনি অলিতে–গলিতে গিয়ে কাজ করবেন। সংখ্যালঘু সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর মূল লক্ষ্য।

বিধায়ক মোশারফ হোসেন

মাওবাদী নেতার যাবজ্জীবন বহাল

আজকালের প্রতিবেদন

মাওবাদী নেতা বিকাশ মুর্মুর নিম্ন আদালতের দেওয়া যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ বহাল রাখে। ঝাড়গ্রামে তৃণমূল সমর্থক এক শিক্ষককে অপহরণ করতে এসে তাঁর ছেলেকে কুপিয়ে খুন করায় সাজাপ্রাপ্ত মাওবাদী নেতা বিকাশ মুর্মু। ২০১২ সালের ওই ঘটনায় ২০১৯ সালে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত, বিকাশ মুর্মু ও হরেন মুর্মুকে দোষী সাব্যস্ত করে। তাদের যাবজ্জীবন সাজা দেয়। সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করে বিকাশ। আদালতের বক্তব্য, সেদিন ওই শিক্ষক মাওবাদীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালান। তাঁকে না পেয়ে তাঁর ছেলের কাছে তেষ্টা মেটাতে জল চায় তারা। এভাবে শিক্ষকের ছেলেকে ঘরের বাইরে বেরোতে বিকাশ বাধ্য করে। তারপরে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে ওই দলের অন্য কেউ খুন করে, তাতে তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তাই নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাকল।

তৃণমূল নেতার ছেলেকে খুন

সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নে অতিরিক্ত নম্বর

আজকালের প্রতিবেদন

২০২৪ সালের হওয়া টেট পরীক্ষায় সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে নিজেদের ভুল স্বীকার করল কমিশন। কমিশনের এই স্বীকারোক্তির পর পরীক্ষার্থীদের দ্বারস্থ হন ১৯ জন পরীক্ষার্থী। আবেদনকারীদের অভিযোগ, মাত্র ৮ জন পরীক্ষার্থী এর ফলে পাশ করতে পেরেছেন। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বুধবার কমিশনকে এই অবস্থান জানানোর নির্দেশ দেন। এদিন কমিশন তাদের ভুল স্বীকার করে।

কলকাতা হাইকোর্ট

অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। ২০২৩ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা হয় ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে। ওই পরীক্ষায় সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন থাকার অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগে হাইকোর্টের বিচারপতি নির্দেশ দেন, যাঁরা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন বা ওই প্রশ্ন উত্তর দিয়েছিলেন তাঁদের সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নের অতিরিক্ত নম্বর দিতে হবে। তারপর সেই ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯ জানুয়ারি চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে পারবেন উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা।

কলকাতায় কিছু অংশে জল বন্ধ

আজকালের প্রতিবেদন: মেরামতি ও সংস্কারের কাজের জন্য শনিবার, ১৮ জানুয়ারির সকাল ৯টা থেকে গার্ডেনরিচ থেকে কলকাতার বেশ কিছু এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। সংস্কারের শেষে রবিবার সকালে ফের জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে। কলকাতা পুরসভা বুধবার এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, ওই দিন সকাল ৯টার পর দক্ষিণ কলকাতা, গার্ডেনরিচ, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহালা, জোকা, কসবা, মহেশতলা, বজবজ এবং ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ (কিছু অংশ), ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ নং বরো এলাকার বাসিন্দারা পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহ পাবেন না।

মহরা জন্য কলকাতায় যান নিয়ন্ত্রণ

আজকালের প্রতিবেদন

আসন্ন সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজের মহড়ার জন্য ময়দান ও তার সংলগ্ন কয়েকটি রাস্তা ভোর ৪টে থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ১৬ থেকে ২০ এবং ২২ জানুয়ারি যানবাহন ঘুরপথে চলাচল করবে। কলকাতা পুলিশ এক নির্দেশিকায় বলেছে, সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্যান্ড রোড থেকে রেড রোড পর্যন্ত আসার রাস্তাগুলি দিয়ে কোনও ধরনের পণ্যবাহী যান চলাচল করবে না। হসপিটাল রোডের পূর্ব–পশ্চিম দিক, লাভার্স লেন, কুইন্স ওয়ে, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ, পলাশি গেট রোড, খিদিরপুর রোড, রেড রোড, রানী রাসমণি অ্যাভিনিউ (গভর্নরপ্লেস ওয়েস্ট) এবং কিংস ওয়ে দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। আলিপুর রোড, বেলভেডিয়ার রোড, জিরাট ব্রিজ, বিএল খান রোড, এজিসি বোস রোড হয়ে অকল্যান্ড রোড দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করবে। হরিশ মুখার্জি রোডের দিকে যাওয়া গাড়িগুলি ক্যাথিড্রাল রোড, জে এল নেহরু রোড, মেয়ো রোড দিয়ে যাতায়াত করবে।

হেলে পড়া বাড়ি ভাঙার কাজ চলছে। বাঘাযতীনের বিদ্যাসাগর উপনিবেশে, বুধবার ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

হেলে পড়া আবাসন ভেঙে ফেলা হচ্ছে

আজকালের প্রতিবেদন

বাঘাযতীনে হেলে পড়া আবাসন ভাঙার কাজ শুরু করল কলকাতা পুরসভা। বুধবার সকাল থেকে পুরসভার কর্মীরা হাইড্রোলিক ল্যাডার ব্যবহার করে আবাসন ভাঙার কাজ করছেন। এই কাজ করার ফলে আশপাশের যে সমস্ত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, সেসব বাড়িগুলো থেকে বাসিন্দাদের বের করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিন ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক, পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার, বরো চেয়ারপার্সন জুঁই বিশ্বাস, ডিজি (বিল্ডিং) উজ্জ্বল সরকার। দেবব্রত মজুমদার বলেন, 'নাগড়া বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে যমুনানগরের একটি সংস্থা এই কাজ করছিল। তারা কলকাতা পুরসভার কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেয়নি। এলাকার কাউন্সিলরও কিছু জানতেন না। যে ভাবে আবাসনটি তোলার চেষ্টা হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে একেবারে অনভিজ্ঞ ও কোনওরকম প্রযুক্তিগত পরামর্শ ছাড়াই এ কাজ হচ্ছিল। তিন কাঠা পর্যন্ত জমিতে যাঁরা তিন তলা বাড়ি করছেন, তাঁদের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা ছাড় দিচ্ছি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে কলোনি অঞ্চলে কিছুটা নিয়ম শিথিল করা যায়।' তিনি আরও বলেন, 'এই এলাকায় সিপিএমের যে কটা পার্টি অফিস আছে, সবকটি বেআইনি। আমরা দায়িত্ব নিয়ে এ কথা বলছি। ওদের দম থাকলে কলোনিতে এসে দাঁড়িয়ে বলুক। কলোনিতে কোনও মানুষকে আমরা বেআইনি করতে দেব না।' জুঁই বিশ্বাস বলেন, 'যে বাড়িটি ভেঙে পড়েছে সেখানে কেউ ছিলেন না। তাঁরা একমাস আগেই আবাসনটি খালি করে দেন। এই কাজ করানোর আগে ওঁরা কাউকে জানাননি। আবাসিকরা যখন নিজেরাই এ কাজ করেছেন, তখন দায়িত্ব তো তাঁদেরই নিতে হবে। পুরসভাকে না জানিয়ে ওঁরা কীভাবে এ কাজ করলেন, আমি জানি না। এটা কলোনির জমি। এখানে কোনও স্যাংশন প্ল্যান ছিল না।'

কলকাতা পুরসভা সূত্রের খবর, বাড়িটি একদিকে সামান্য হেলে গেলেও কোনওরকম ফাটল ধরেনি। প্রযুক্তিবিদরা মনে করছেন, জলাজমি ভরাট করে সেই জমিতে বহুতল হলে এই ধরনের ডিফারেন্সিয়াল মেজারমেন্ট হয়ে থাকে। বাড়িটি লিফটিং না করা হলে অদূর ভবিষ্যতে কোনও ক্ষতি হত না। নরম মাটির ওপর ইমারত তৈরি হলে অনেক ক্ষেত্রেই সেটি হেলে পড়ে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায় একে সেটেলমেন্ট বলে। সেই ইমারত হেলে পড়া অবস্থায় থাকলেও কাঠামোর কোনও ক্ষতি হয় না। ২০০৮–'০৯ সালে এই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়। ১৫ বছরের এই বাড়িটির মেটেরিয়াল এখনও স্ট্রং রয়েছে বলেই মনে করছেন প্রযুক্তিবিদরা। মনে করা হচ্ছে, লিফটিং করার সময় কোনও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থলে ছিলেন না। অথবা তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হয়নি। অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে কাজ করার ফলেই এই বিপত্তি বলেই দাবি কলকাতা পুরসভার প্রযুক্তিবিদদের। কলকাতা পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সম্পূর্ণ আবাসনটি ভেঙে পাথরঘাটায় পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা পুরসভার ৯৯ ওয়ার্ড বাঘাযতীন চত্বরে বিদ্যাসাগরের কলোনির একটি আবাসন হেলে পড়ে। ইতিমধ্যেই প্রোমোটার সুভাষ রায় ও আটজন আবাসিকের বিরুদ্ধে নেতাজিনগর থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে।

অন্যদিকে, ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (সিসি) নেই, এমন বেআইনি বাড়ি ভাঙতে শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। সূত্রের খবর, ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এক্সাইড মোড়ের কাছে থিয়েটার রোডের ওপর সেন্ট্রাল পয়েন্টে একটি দশতলা আবাসন রয়েছে। অন্যদিকে, বেলেঘাটায় ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে কালীমুদ্দিন সরকার লেনের উড়িয়া বাগান এলাকায় দুটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ এদিন থেকে শুরু হয়েছে।

কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নির্বাচন নিয়ে কঠোর মুখ্যমন্ত্রী

দীপঙ্কর নন্দী ও যজ্ঞেশ্বর জানা
কলকাতা ও কাঁথি, ১৫ ফেব্রুয়ারি

কাঁথি কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ডিরেক্টর নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। এদিন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বকসি মেদিনীপুরের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বকসির ফোনে ফোন করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূল নেতাদের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য থাকা চলবে না। দলের তৈরি তালিকাকেই মান্যতা দিতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। ভবানীপুরে সুব্রত বকসির বাড়িতে এদিন মেদিনীপুরের বিধায়কদের ডাকা হয়। অখিল গিরি, উত্তম বারিক, তরুণ মাইতি, সোহম চক্রবর্তীরা বৈঠক করেন। বৈঠকে সুব্রত বক্সি বলেন, ৩১ জানুয়ারি প্রায় ১৫টি জায়গায় ডিরেক্টর পদের নির্বাচন। কারা কারা দাঁড়াবেন, দল থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আজ, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। প্রত্যাহারের শেষেই বোঝা যাবে, শেষ পর্যন্ত কতজন তালিকায় রইলেন। ১৫টি ডিরেক্টর পদে নির্বাচন হবে। বকসি বলেন, দল এখন ঐক্যবদ্ধ। এমনকী কিছু করা ঠিক হবে না, যাতে দল কালিমালিপ্ত হয়। আমাদের নেত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, খুব শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচন করতে হবে। বিজেপিকে কোনও সুযোগ করে দেওয়া যাবে না। ডিরেক্টর পদের নির্বাচন হয়ে গেলে, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের নির্বাচন হবে। যদিও সেই নির্বাচনের দিন এখনও ঠিক হয়নি। তাই, তালিকাও তৈরি হয়নি। ৩১ জানুয়ারির পর সব ঠিক হবে। অখিল গিরি, উত্তম বারিক, সোহম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচন করব। মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য। নিজেদের মধ্যে গোলমালে আমরা যাব না। বিধায়ক তরুণ মাইতি বলেন, ডিরেক্টর পদের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐক্যবদ্ধভাবে এই কাজ করার চেষ্টা করছি। বিজেপিকে আমরা ঢুকতে দেব না। চারিদিকে দিদির উন্নয়ন নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এই জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করে এই নির্বাচন। অখিল বলেন, আমরা এক হয়ে আছি। এর মধ্যে আমার ছেলেও আছে। আমরা জিতব। বকসি বলেন, আপনারা কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। যেখানে আমাদের প্রার্থী, সেখানে মনোনিবেশ করুন। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে যেদিন নির্বাচন হবে, সেইদিনও আমরা এক হয়ে লড়াই করব। দিদি যা বলে দিয়েছেন, সেই নির্দেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

এদিকে, গত ১৫ ডিসেম্বর ডেলিগেট নির্বাচন ছিল কাঁথি কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্কের। ১০৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের অফিসিয়াল প্যানেলের ১০১ জন প্রার্থী জয়ী হন। বাকি ৭টি আসন যায় বিজেপি-সহ বিরোধীদের দখলে। গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছিল ১৫টি পদের ডিরেক্টর নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব। ওই দিন থেকেই গোলমাল শুরু হয়। তৃণমূলের তরফে ২৬ জন মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন। বুধবার ছিল মনোনয়ন পরীক্ষার দিন। এদিন কলকাতার বৈঠকের পর ২৬ জনের মধ্যে কতজন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

সন্তান পরীক্ষার্থী হলে তবেই মিলবে শিক্ষক বাবা-মার ছুটি

আজকালের প্রতিবেদন

যে স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার হয়েছে সেই স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা পরীক্ষা চলাকালীন ছুটি নিতে পারবেন না। তবে তাঁদের ছেলে বা মেয়ে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হলে ছুটি পাওয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে, সন্তানের পরীক্ষার রুটিন, অ্যাডমিট কার্ড-সহ যাবতীয় নথি প্রমাণ হিসাবে জমা দিতে হবে। মা এবং বাবার মধ্যে দুজনেই যদি শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী হন, তা হলে ছুটি নিতে পারবেন কেবল একজন। এই মর্মে বুধবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। বলা হয়েছে, পরীক্ষা শুরুর অন্তত তিন সপ্তাহ আগে এই ছুটির আবেদন করতে হবে। যাতে বলা হয়েছে। যাতে প্রয়োজন হলে, যে স্কুলে পরীক্ষার সেন্টার হয়নি, সেখান থেকে শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীদের ওই স্কুলে পরীক্ষার ডিউটি দেওয়া যায়। সন্তান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও

মাধ্যমিক পরীক্ষা

পরীক্ষার দিনগুলোয় ওই শিক্ষক–শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীর অনুপস্থিতি মাথায় রেখে স্কুল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। সংশ্লিষ্ট জেলার ডিআইকেও বিষয়টি জানাতে বাবা–মা দুজনেই শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী হওয়ায়, যিনি ছুটি পাচ্ছেন না তাঁকে স্ট্রং রুমে প্রবেশ, প্রশ্নপত্র খোলা, বিতরণ করা কিংবা পরীক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

ADITYA BIRLA CAPITAL

আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ৩য় তল, বাঙ্গুর বি এফ এল এস্টেট, ৩১ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা–৭০০০১৬

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯(১)]

... যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ০৬.০২.২০২৫ তারিখ অথবা তারপর বিক্রয় কার্যকর হবে। সুরক্ষিত সম্পদের সংরক্ষণ মূল্য ₹১৬,০০,০০০/– (ষোল লক্ষ টাকা মাত্র)।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/সহ–ঋণগ্রহীতাগণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সংস্থাধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ মেনে সমস্ত অধিগ্রহণ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৫) এর সংস্থাধীনে এবিএইচএফএল উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয়ের দ্বারা সুরক্ষা স্বার্থ প্রয়োগের প্রক্রিয়ায়।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলি অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও সহ–ঋণগ্রহীতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ১৬.০১.২০২৫
স্থান: কলকাতা
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Press Notice

BHARAT SANCHAR NIGAM LTD.
(A Govt. of India Enterprise)

Sri Subhomoy Das, HR No. 200500472, working as Sports Assistant in Group 'C' under JTO/TB/Zone-II under DE/TB under O/o DGM/OA/EAST, Calcutta Telephones BSNL, is unauthorizedly absent from duty since **31.08.2019**.

The officials are hereby directed to explain their absence from duty within 15 days from this notice failing which disciplinary action will be initiated as per the provisions of Rule 12(2) of CCS (Leave) Rules -1972 which states: 'Sri Subhomoy Das, HR No. 200500472 will be deemed to have resigned from BSNL Service'.

DGM/OA/EAST
CALCUTTA TELEPHONES

केनरा बैंक Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

সোনামুখী শাখা
৫০৫, সোনামুখী মেন রোড, নস্করপাড়া, পোঃ সরশুনা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন– ৭০০০৬১

অনলাইনে স্বর্ণ নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু **কানাড়া ব্যাঙ্ক, সোনামুখী শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করেছে তাঁদের নেওয়া স্বর্ণঋণ বাবদ বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে, যে নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বর্ণালঙ্কারগুলি অনলাইনে **'যা যেখানে আছে', 'যেমন যেখানে আছে'** এবং **'রিকোর্স ছাড়া'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **https://egold.auctiontiger.net**–এ বিক্রি করা হবে **https://egold.auctiontiger.net**–এ ০৬.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২:০০ থেকে ০৩:০০ টায়।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও লোন এসি নং	মোট ওজন ও নিট ওজন	পরিদর্শনের তারিখ ও বায়না অর্থাঙ্ক
১.	**শিউলি পাইক,** স্বামী সঞ্জীব পাইক, সি২৫১, আনন্দ নগর, দক্ষিণ বেহালা রোড, কলকাতা ৭০০০৬১ লোন এসি নং – ১৮০৩২৪৯১২৫৯১	মোট ওজন: ১২.৪০ গ্রাম নিট ওজন: ১০.৩২ গ্রাম	০৫.০২.২০২৫ ও বায়না অর্থাঙ্ক: ₹২৫,০০০.০০

ইএমডি অ্যাকাউন্ট বিশদ: এনইএফটি /আরটিজিএস/এনইএফটি, অ্যাকাউন্ট নং ২০৯২৭২৪৩৪
অ্যাকাউন্টের নাম: এসএল–ওএল–আরটিজিএস–এনইএফটি পিএমটি ইএনএস, আইএফএসসি: CNRB0003649

বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ৬৩৫২৬ ৩৪৫২৩ বা ৯০২৩৭ ২৪৭৮০–এ। বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য https://egold.auctiontiger.net দেখুন।

তারিখ: ১৫.০১.২০২৫
স্থান: সোনামুখী
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক, বজবজ শাখা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE BARUIPUR POLICE DISTRICT
Kolkata- 700144

Notification

Ex LASI/2564 Anita Mahar of Baruipur PD was asked to collect two copies of appellate order dt- 11.11.2024, passed by the DIG (PR), the appellate authority, of the two proceedings in c/w Baruipur PD proceeding no. 04/24 dt. 10.05.2024 and 17/23 dt. 03.09.2023 to her present and permanent address through local PSs as well as her E-mail and whatsApp numbers i.e. 7980881665 & 8697709241.

She had seen the whatsApp message and replied on 23.11.2024 to send the copies of appellate order through speed post to her permanent address.

Thereafter the copies of appellate order were sent via speed post to her permanent address Vill-Beta, PO-Sinhet, PS-Dadpur, PIN-712305, Dist.-Hooghly. However, the speed post was returned undelivered with the intimation "Address left without intimation."

Further, since she was incommunicado, assistance from Dadpur PS was taken on 24.12.2024 and the appellate orders were physically sent to her permanent address. However, she was not present. Hence both the appellate orders were affixed on the wall of her house in presence of four independent witnesses. This refers to Dadpur PS GDE no. 1228 dt. 24.12.2024. The whole process was video graphed.

ICA- N 19(3)/2025

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, ফ্লোর নং ৪, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট–IV
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

তারিখ: ১৫.০১.২০২৫
স্থান: কলকাতা
আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড
অনুমোদিত কর্মকর্তা

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই–নিলাম প্রকাশ্য বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কে জি মার্গ, নয়া দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com কলকাতা ব্রাঞ্চ: ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

এতদ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী 'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A' তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com.**

লোন নম্বর, ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/KOL/0519/689850 ...	₹ ...	বাস্তবিক	আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'এ–৪'–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৭৪৭ বর্গফুট, ...	₹ ...	₹ ...	৩০.০১.২০২৫	₹ ...	২০.০১.২০২৫ ...	৩১.০১.২০২৫ ...	*নেই/জানা নেই
HOU/KOL/1117/447634 প্রয়াত পুলকেশ ভঞ্জ–এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ ...	...	বাস্তবিক	...	...	...	৩০.০১.২০২৫	...	...	...	...
NHL/KOL/0915/244154 এবং NHL/KOL/0921/917640 এবং NHL/SKOL/0519/695394 এবং NHL/KOL/1020/821783 এবং NHL/KOL/1021/925167 এবং NHL/KOL/1021/925166 এবং NHL/KOL/1021/917637 ... NHL/KOL/0921/917637 এবং NHL/KOL/0921/917640 ...	...	বাস্তবিক	...	...	...	৩০.০১.২০২৫	...	...	...	...

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১৪.০১.২০২৫